সপ্তম অধ্যায়

মৎস্যচাষ ও প্রাণীসম্পদ

মৎস্যচাষ

নদীনালা খালবিল অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদে চিরকালই মাছের প্রাচুর্য ছিল যা এখনও বিদ্যমান। এ জেলায় প্রাপ্তব্য মাছও বহু ধরণের - জৈব বৈচিত্রে এ জেলার স্থান অগ্রগণ্য। ১৮৭২ সালে রাজসাহী ডিভিশনের কমিশনার জেলায় পাওয়া যায় এখন ৪৪টি নদীর মাছ এবং ২২টি পুকুরের মাছের তালিকা করেছিলেন (তালিকার জন্য পৃষ্ঠা-৩৮ দ্রষ্টব্য)। বলাবাহুল্য মাত্র এ তালিকা অসম্পূর্ণ। তবে জেলায় মৎস্যসম্পদের প্রাথমিক ধারণা দেবার প(এই তালিকার গু(ত্ব অপরিসীম।

জেলায় মৎস্যচাষের ইতিহাসও অতীব প্রাচীন। ১৯১১ সালে পরাধীন ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে (তৎকালীন বঙ্গদেশ) স্বতন্ত্রভাবে মৎস্যদপ্তর যাত্রা শু(করে। ১৯২৩ সালে এই বিভাগের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে এবং কৃষিদপ্তরের সঙ্গে একীভূত হয়ে এই বিভাগটি কাজ করতে থাকে। ১৯৪৩ সালে মৎস্যদপ্তর আবার স্বতন্ত্রভাবে পুনপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং অদ্যাবধি এই দপ্তর সুনামের সঙ্গে কাজ করে চলেছে।

সরকারীভাবে মৎস্যদপ্তরের বয়স যাই হোক না কেন বেসরকারী ভাবে মৎস্য চাষের সূচনা ঢের আগে থেকেই। হয়তো সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ মাছের চাষ করে আসছে। আগে জেলায় দেশজ প্রথায় মাছের চাষ হলেও বর্তমানে উন্নত প্রথায় মাছের চাষ হচ্ছে। এজন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ দেবার জন্য রয়েছেন বিভাগীয় আধিকারিকেরা। রাজ্যের মৎস্যচাষের উন্নয়নের জন্য দায়িত্বে আছেন একজন করে উপ-মৎস্য-অধিকর্তা এবং একজন অতিরিক্ত(উপ অধিকর্তা যিনি মাইক্রে(াবায়োলজি ও প্যারাসাইটোলজি বিভাগ দেখাশোনা করেন। এই জেলা মধ্যাঞ্চলের উপ-মৎস্য-অধিকর্তার এক্তি(য়ারভুক্ত(। জেলায় রয়েছেন সহ মৎস্য অধিকর্তা এবং তার তত্ত্বাবধানে রয়েছেন জেলা মীনাধিকারিক (সাধারণ) জেলা মীনাধিকারিক (সমবায়), জেলা মীনাধিকারিক(প্রশি(ণ) এবং ফার্ম ম্যানেজার। এর বাইরেও রয়েছেন সহ মীনাধিকারিক, মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক এবং মৎস্য চাষ উন্নয়ন সহায়ক প্রমুখেরা।

এ জেলায় রয়েছে দুটি ফার্ম- হরিসাগরদীঘি আদর্শ মৎস্যবীজ খামার এবং বহরমপুর মৎস্যবীজ খামার। এখন হরিসাগরদীঘির খামারটি রয়েছে রূপপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির তত্ত্বাবধানে আর বহরমপুরের খামারটি দেখাশোনা ও র(ণাবে(ণ করে জেলার কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি।

জেলায় (ই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি মেজর কার্পের প্রাধান্য আছে। শিঙ্গি, মাগুর, কই, পুঁটি, বাটা, রাইখয়রা, শোল, কালবোস, প্রভৃতি মাছও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এছাড়াও রয়েছে অজস্র ছোট ছোট মাছ যাদের সাধারণভাবে আমাছা বলা হয়। এখন জেলায় কয়েকটি বিদেশী মাছের ব্যাপক চাষ হচ্ছে। এদের মধ্যে রয়েছে আমেরিকান (ই, সিলভার কার্প ((পালী (ই), গ্রাস কার্প, (ঘেসো (ই), জাভা পুঁটি (জাপানী পুঁটি নামেই যার পরিচিতি), থাই মাগুর (হাইব্রিড মাগুর নামে পরিচিত) লাইলনটিকা, বিগ-হেড (সাধারণ নাম ব্রিগেড) এদের মধ্যে খুব সাধারণ। বর্ষায় পাওয়া যায় অজস্র ইলিশ। ভাগীরথী, পদ্মা, জলঙ্গী, ভৈরবে তখন ইলিশ মেলে। দামও এসে যায় সাধারণের নাগালের মধ্যে। তবে ইলিশ যতই বেশী পাওয়া যাক না কেন আগের তুলনায় তা কমই। বিভিন্ন জনের লেখা, স্মৃতিচারণ, সংবাদপত্রের সা(্য থেকে জানা যায় যে আগে বর্ষার মরশুমে বেশি ইলিশ খেয়ে কলেরায় মৃত্যু ছিল খুব স্বাভাবিক ঘটনা। তখন মহামারী ঠেকাতে পুরসভা ইলিশমাছ বাজেয়াপ্ত করে মাটিতে পুঁতে দিত। সাম্প্রতিক কালে এ ধরণের ঘটনার নজির নাই।

জেলায় মাছ ধরার জন্য নানারকম সাজসরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়। প্রধান সরঞ্জাম অবশ্যই জাল। জেলায় বিভিন্ন ধরণের জাল মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে খ্যাপলা জাল, বেড় জাল, চাপ জাল, হাত জাল, ত্রিকোণ জাল, ঘাড় জাল, ফাঁস জাল, কুঁড়ো জাল প্রভৃতির ব্যবহার খুব সাধারণ। ছিপ, হুইল, তগির ব্যবহারও ব্যাপক। অল্প জলে বা কৃষিজমির প্রবাহমান জলে মাছ ধরতে ব্যবহৃত হয় বাঁশের বিত্তি (ভাড়) বা ঢোল। শোলাকাটি বা টোনাকাটির ব্যবহার কম নয়। এছাড়াও আংটি পেতে বা সোঁদা গেড়ে কেটেও জেলায় মাছ ধরা হয়ে থাকে। ভাসমান মাছ শিকার করার জন্য কোঁচ বা অল্প জলে মাছ ধরার জন্য পলুই-এর ব্যবহার যথেষ্ট।

জেলায় ৮৮টি প্রাথমিক মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি

আছে। জেলা স্তরে রয়েছে শীর্ষ সমবায় সমিতি-মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল ফিসারমেন কো-অপারেটিভ লিমিটেড। সমবায়ের ভারপ্রাপ্ত জেলা মীনাধিকারিক পদাধিকার বলে এই শীর্ষ সমবায় সমিতিটির মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের দায়িত্ব পালন করেন।

কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিটি জেলার কালেক্টরের কাছ থেকে বার্ষিক চুক্তি(তে জলাভূমি লীজ নেয় এবং তাদের অনুমোদিত বিধিবদ্ধ প্রাথমিক মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলোকে ১০ শতাংশ বেশী খাজনায় সেগুলি বন্দোবস্ত দেয়। লীজ নেওয়ার (ে ত্রে সাধারণভাবে জলাভূমির নিকটবর্তী সমবায় সমিতিগুলো অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলো ওইসব জলাশয়ে মাছ ছাড়ে, চাষ করে এবং মাছ ধরে বাজারে বিক্রি(করে। সমিতির সদস্যরা মাছ ধরার পারিশ্রমিক হিসাবে ধৃত মাছের বিক্র(য় মূল্যের ৫০ শতাংশ অর্থ পারিশ্রমিক বাবদ পেয়ে থাকে এবং বাকী ৫০ শতাংশ অর্থ পরবর্তী বছরের জলকর, চাষের খরচ, সমিতির পরিচালন ব্যয় প্রভৃতি খাতে খরচ করা হয়। সমিতির আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার ল(্যে রাজ্য সরকার কখনো কখনো এই সমস্ত সমিতির শেয়ারও কিনে থাকে।

মৎস্যচাষে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর ল(্যে মৎস্যদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। এজন্য মৎস্যচাষীদের হাতে কলমে প্রশি(ণেরও ব্যবস্থা আছে। ব্লক পর্যায়ে ৩ দিনের, ৪ দিনের, ১৫ দিনের এবং জেলা পর্যায়ে ১ মাসের প্রশি(ণ দেবার ব্যবস্থা আছে। রাজ্য পর্যায়ে কল্যাণী অর্ন্তদেশীয় মৎস্যচাষ প্রশি(ণ কেন্দ্রেও উৎসাহী মৎস্যজীবিদের প্রশি(ণ দেবার ব্যবস্থা আছে। মৎস্যচাষের উন্নয়ন ও মৎস্যজীবিদের আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার ল(্যে বিভাগীয় নানা প্রকল্প জেলায় চালু আছে। সরকারীভাবে মৎস্যজীবিদের হাতেকলমে আতুর পুকুরে চাষ, পালন পুকুরে চাষ, আদর্শ মৎস্য-পালন করে দেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে। শেখানো হয় মাছের প্রণোদিত প্রজনন ঘটানোর কৃৎকৌশলও। দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মৎস্যজীবিদের এ.আর.ডি.সি. প্রকল্পে ঋণ হিসাবে দেওয়া হয় মৎস্য চাষের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন। মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে জাল, নৌকো, মাছ চাষের নানা সরঞ্জাম ঋণ ও ভতুর্কির মাধ্যমে দেওয়া হয়। জেলাস্তরে মৎস্যচাষীদের জন্য রয়েছে জলমাটি পরী(াগার। দেশী মাছের সঙ্গে নানাধরণের উচ্চ ফলনশীল বিদেশী মাছ চাষের জন্য চাষীদের উৎসাহ দিতেও সরকারী সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প চালু আছে। সি.ডি.-২ নং প্রকল্পে সরকারী খামারে (ই কাতলা মৃগেল প্রভৃতি মাছের চারাপোনা উৎপাদন করে উৎপাদিত মাছের চারা উৎসাহী মৎস্যচাষীদের সরকার নির্ধারিত মূল্যের অর্ধেক দামে সরবরাহ করা হয়, বাকী অর্ধেক সরকার ভর্তুকী দেয়। দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মৎস্যজীবিদের বিনামূল্যে দেওয়া হয় মিনিকিট (চুন, মাছের চারা, জাল, হাড়ি, মাছ ধরার সরঞ্জাম ইত্যাদি। হঠাৎ মাছের মড়ক লাগলে কিংবা ভয়ংকর প্রাকৃতিক দূর্বিপাকে মৎস্যচাষীদের ব্যাপক (তি হলেও সরকারী সহায়তার ব্যবস্থা আছে। নদীতে মাছের যোগান অব্যাহত রাখতে সরকারী পর্যায়ে চালু হয়েছে মৎস্য সঞ্চার প্রকল্প। মেজর ভারতীয় কার্প যারা মূলত নদীতে প্রজনন করে থাকে, নদীদূষণ, প্রজননের মরসুমে নির্বিচারে গর্ভবতী মাছ ধরা প্রভৃতি কারণে তাদের প্রাকৃতিক প্রজনন ব্যাহত হচ্ছে। এজন্য সরকারী তরফে নদীতে মাছের চারা ছাড়া হচ্ছে যাতে নদী মাছশূন্য না হয়ে পড়ে। ১৯৯৭ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে শারীরিকভাবে অ(ম ষাট বছর বয়সোর্ধ দরিদ্র মৎস্যজীবিদের মাসিক ৩০০ টাকা করে পেনশন দেবার প্রকল্প চালু হয়েছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা মাছ চাষ ও মাছ ধরার মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে থাকেন তাদের জন্য স্থানীয় এলাকার জলাভূমি বা জলাশয় সংস্কার করে, প্রশি(ণ দিয়ে যৌথ উদ্যোগে মাছ চাষের প্রকল্প চালু আছে।

জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে ১৯৯৫ সাল থেকে এই জেলায় বিলে মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পে ১০টি বিলে ৮টি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির (১টি কেন্দ্রীয় সমবায় সহ) ১১১৭.৩০ হেক্টর জলাশয়ে উন্নত সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে মোট ২,৩৪৯ জন দরিদ্র মৎস্যজীবি উপকৃত হয়েছে। প্রকল্পে খরচ হয়েছে ৩১,৮৭,৯৬৭ টাকা। এই প্রকল্পে তিনটি প্রাথমিক মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সদস্যদের জন্য তিনটি মিলনগৃহও তৈরী হয়েছে।

গ্রামীণ ভূমিহীনদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্পে (আর.এল.ই.জি.পি.) জেলার মৎস্যদপ্তর ১৯৮৫/৮৬ সাল থেকে ৯৩,৫০,০৭২ টাকা খরচ করে ৪টি বিল (৮৮১.০০ হেক্টর) সংস্কার, দরিদ্র মৎস্যজীবিদের জন্য ৪০০ টি বাসগৃহ, ১০.৫৪ কি.মি. মোরাম রাস্তা এবং ৮টি পানীয় জলের নলকূপ বসিয়েছে। এছাড়া পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে ১৯৮০/৮১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত মৎস্যজীবি অধ্যুষিত গ্রামে ৫৩,৫০,৩৬৩ টাকা ব্যয়ে ১৭ কি.মি. মোরাম রাস্তা ১৮৩ টি ও ৩৫টি নলকূপও বসিয়েছে মৎস্যদপ্তর। এছাড়াও এই প্রকল্পে

সারণী- ৭.১
মৎস্য দপ্তরের বৎসরভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যয়িত টাকা

আর্থিক বৎসর	ছোট হ্যাচারীতে মাছের প্রণোদিত প্রজনন শেখানোর প্রকল্প	ব্যাঙ্ক ঋণ সহযোগে মৎস্য চাষীদের সাহায্য প্রদান প্রকল্প	মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে জাল, নৌকা, মাছ চাষ সরঞ্জাম সহ অন্যান্য আর্থিক সহায়তা প্রকল্প	মৎস্য উৎপাদন গোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান প্রকল্প	মৎস্যচাষীদের জন্য জেলাস্তরে জলমাটি পরী(ক্ষা)গার প্রকল্প	দেশী মাছের সঙ্গে আমেরিকান (হি চাষের প্রদর্শন প্রকল্প	ঘূর্ণি, বন্যা ঝড় ঝঞ্ঝায় (ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবিদের সহায়তা দান প্রকল্প	(রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতির মাছের চারাপোনার উৎপাদনের সি.ডি.-২ নং প্রকল্প	মৎস্য সঞ্চার প্রকল্প	মৎস্যজীবিদের বার্ধক্য ভাতা প্রদান প্রকল্প	নিবিড় মৎস্য চাষের প্রদর্শনী প্রকল্প	মৎস্যচাষীদের মিনিকিট বিতরণ প্রকল্প
১৯৮০-৮১	—	২,২৫,০০০	১০,০০০	১২,০০০	৩,২০০	—	২৮,৬৩,০০০	—	—	—	—	—
১৯৮১-৮২	২,৫০৫	—	—	৩,৩৫০	—	—	২০,০০০	—	—	—	—	—
১৯৮২-৮৩	২২,৪০০	২৫,০০০	১০,০০০	৮,০০০	—	—	৩,২৭,০০০	—	—	—	—	৯০,০০০
১৯৮৪-৮৫	২৭,৬০০	—	২,৮৫,০০০	১,০০০	৫০,০০০	—	৩,০০,০০০	৪২,০০০	—	—	—	১,১২,৫০০
১৯৮৫-৮৬	২,২৫০	—	—	—	—	—	—	১৩,২৩২	—	—	—	৭২,০০০
১৯৯০-৯১	—	—	—	—	—	—	—	২৭,৬০০	—	৪৫,০০০	—	২,০০,০০০
১৯৯২-৯৩	—	—	—	—	—	—	—	—	১,৮৭,৫০০	৬০,০০০	—	২২,৪০০
১৯৯৩-৯৪	—	—	—	—	—	—	৫০,০০০	২৮,৮০০	১,৮৭,৫০০	২,১০,০০০	—	—
১৯৯৬-৯৭	—	—	—	—	—	—	—	—	১,৮৭,৫০০	৯৪,৫০০	—	—
১৯৯৭-৯৮	—	—	—	—	—	—	—	—	২,০২,৫০০	১,২৬,০০০	—	—
১৯৯৮-৯৯	—	—	১,৮০,০০	—	১২,০০০	২৯,২৫২	—	—	২,০২,৫০০	২,৮৩,৫০০	২৯,২৫২	—
১৯৯৯-০০	—	—	৭৫,০০০	—	—	৫৮,৫০০	—	—	২,০২,৫০০	৫,১২,১৯০	৫৮,৫০৪	—

সূত্র ঃ সহ-মৎস্য অধিকর্তা, মুর্শিদাবাদ

প্রতিটিতে ১,৪৭,০০০ টাকা খরচ করে বেনাদহ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি ও লালগোলা পদ্মা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিতে দুটি মিলনগৃহ তৈরী করা হয়েছে।

ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বসবাসকারী মৎস্যজীবিরা যাতে সীমান্তর(ী বাহিনীর হাতে অহেতুক হয়রানীর শিকার না হন সেজন্য মৎস্য দপ্তরের প(থেকে মৎস্যজীবিদের পরিচয়পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এযাবত মোট ১৬০৭ জন মৎস্যজীবিকে এই পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য ব্যবসায়ী লাইসেন্স আদেশনামা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পৌর অঞ্চলে মাছের ব্যবসায়ীদের এই লাইসেন্স করা বাধ্যতামুলক করে এক আইন পাশ করেছেন। লাইসেন্সিং ফি ৫০ টাকা এবং পরবর্তী বছরগুলিতে পুনর্নবীকরণ বাবদ ৫০ টাকা করে আদায় করা হয়। ২০০১ সালের ১১ই জুন পর্যন্ত মোট ২১ জন মৎস্য ব্যবসায়ীকে এই লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

প্রাণী সম্পদ

প্রাণী সম্পদে মুর্শিদাবাদ জেলা সমৃদ্ধ। ১৯৯৫ সালের প্রাণীসুমারী অনুযায়ী এই জেলায় ৯,৮৮,৩৭২ টি গ(আছে। যার মধ্যে ৯,১৯,৯২৩ টি দেশী এবং ৬৮,৪৪৯টি সংকর জাতের। জেলায় রয়েছে ১,০০,৩৫২টি মহিষ(১,২৪,৬০৪টি ভেড়া(১২,৬৫,৬৩১টি ছাগল(৩০,৫৭,০১৮টি মুরগী(১১,৭৪,৮৩৯টি হাঁস এবং ২৪,৬১১টি শূকর ।

জেলায় বার্ষিক দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ২২ মিলিয়ন টন। মাথা পিছু এই জেলায় দুধের যোগান ১২৬ গ্রাম। (রাজ্যে এই সংখ্যাটি ১৩৮ গ্রাম)। জেলায় বাৎসরিক ডিম উৎপাদনের সংখ্যা প্রায় ২৩ কোটি। স্থানীয় প্রজাতির প্রাণীসম্পদ থেকে দুধ-ডিম ইত্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত কম।

১৯৩৬ সাল থেকে এই জেলায় সরকারী পরিচালনায় প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের কাজ শু(করা হয়েছে। উন্নত জাতের হরিয়ানা এবং থারপারকার ষাঁড়ের সাথে স্থানীয় কম উৎপাদন(ম গাভীর প্রজনন করিয়ে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হয়। ১৯৫২ সালে বহরমপুরে প্রথম 'কী ভিলেজ' প্রকল্পের অন্তর্গত প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে ভগবানগোলা, লালগোলা, জিয়াগঞ্জ, বেলডাঙ্গা, হরিহরপাড়া এবং নওদায় প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার আওতায় বেলডাঙ্গায় উন্নতমানের তরল গো-বীজ সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় গো-বীজ সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে গো-প্রজননের কর্মসূচী গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয়

প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের পরিকাঠামো

১) হিমায়িত গো-বীজ উৎপাদন কেন্দ্র, বেলডাঙ্গা
২) সবুজ গো-খাদ্য প্রদর্শন ও বীজ উৎপাদন কেন্দ্র, বেলডাঙ্গা
৩) রাজ্য মেষ পালন কেন্দ্র, বেলডাঙ্গা
৪) রাজ্য খরগোস পালন কেন্দ্র, বেলডাঙ্গা
৫) রাজ্য প্রাণীসম্পদ খামার
   * মুরগী পালন খামার, ডোমকল
   * হাঁস পালন খামার, ডোমকল
   * গো-পালন খামার, ডোমকল
৬) কৃত্রিম প্রজনন প্রশি(ণ কেন্দ্র, ডোমকল
৭) মুরগী সম্প্রসারণ কেন্দ্র, বহরমপুর
৮) প্রাণীসম্পদ প্রশি(ণ কেন্দ্র, বহরমপুর
৯) হাঁস পালন খামার, দীঘা, ভগবানগোলা (জেলাপরিষদ পরিচালিত)
১০) শূকর পালন কেন্দ্র, আসান দীঘি, নবগ্রাম (জেলাপরিষদ পরিচালিত)

গো-বীজ সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে গো-প্রজননের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল।

নদীয়া জেলার সাথে এই জেলায় রাজ্যের প্রথম নিবিড় গো-উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়। ফলে দুধ উৎপাদনের হার বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত(দুধ স্থানীয়ভাবে বাজারজাত করার অসুবিধা দেখা দেয় এবং গো-পালকেরা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন। এই অবস্থায় 'অপারেশন ফ্লাড' কর্মসূচীর আওতায় গো-পালকেরা সঙঘবদ্ধ হন এবং দুগ্ধ সমবায় সমিতি গঠন করেন। 'ভাগীরথী দুগ্ধ সমবায় মহাসঙঘ' স্থাপিত হয়। ফলস্বরূপ দুগ্ধ উৎপাদকেরা ন্যায্য মূল্যে দুধ বাজারজাত করতে স(ম হন।

বর্তমানে গো-পালন এই জেলায় কৃষির পরেই আর্থিক উন্নয়নে এক গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

বিভাগের কাঠামোগত পরিবর্তন ঃ প্রাণীসম্পদ বিকাশের ব্যাপক পরিকল্পনার পরিপ্রে(তে ১৯৯৫ সালে পশুপালন দপ্তর এবং পশুচিকিৎসা বিভাগ একীকরণ করা হয়। একজন উপ-অধিকর্তার অধীনে জেলার প্রশাসনিক পরিকাঠামোর পুনর্বিন্যাস করা হয়।

রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো জেলা, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর অবধি বিন্যস্ত করা হয়েছে। উপ-অধিকর্তা, প্রাণীসম্পদ বিকাশ

*

ও পরিষদ আধিকারিক জেলাস্তরে দপ্তরের প্রধান, এবং পরিষদ আধিকারিক হিসাবে জেলা পরিষদে প্রাণীসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি এবং জেলা পরিকল্পনা কমিটির সদস্য। জেলা পরিষদের নেতৃত্বে জেলা স্তরে প্রাণীসম্পদ বিকাশের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রূপায়ণের দায়িত্ব উপ-অধিকর্তার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সেই ভাবে ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতির নেতৃত্বে 'সমষ্টি প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন আধিকারিক' প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের পরিকল্পনা, প্রণয়ন এবং রূপায়ণের দায়িত্বে আছেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রকল্প রূপায়ণ, কৃত্রিম প্রজনন, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং টীকাকরণের দায়িত্বে প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন সহায়ক নিযুক্ত(করা হয়েছে। জেলাস্তরে উপ-আধিকর্তাকে সহায়তা করার জন্য পাঁচজন সহকারী অধিকর্তা এবং জেলা প্রাণী চিকিৎসা আধিকারিক হিসাবে একজন আধিকারিক নিযুক্ত(করা হয়েছে।

সার্বিকভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রাণীসম্পদের অপরিসীম গু(ত্বের কথা বিবেচনা করে, সেই সঙ্গে প্রযুক্তি(র ব্যবহার তৃণমূল স্তরে পৌঁছানোর ল(্যে এইভাবে দপ্তরের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের গৃহীত কয়েকটি প্রকল্প এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় এইগুলির রূপায়ণের ব্যবস্থা পরবর্তী অংশে আলোচিত হ'ল -

গো-মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় স্থানীয় কম-উৎপাদক-জাতির গ(র উন্নয়নের ল(্যে ১৯৩৬ সালে উন্নত জাতের হরিয়ানা-থারপারকার প্রভৃতি জাতের ষাঁড় দিয়ে প্রজনন(ম দেশী গ(কে প্রজনন করা শু(হয়। বর্তমানে জেলার প্রায় তিন ল(প্রজনন(ম দেশী গ(র মান উন্নয়নের জন্য প্রতি এক হাজার গাভী পিছু একটি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি করে প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়াও এই জেলায় ভাগীরথী সমবায় দুগ্ধ উৎপাদক মহাসঙ্ঘ গো-মহিষ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগ এবং ভাগীরথী সমবায় দুগ্ধ উৎপাদক মহাসঙেঘর যৌথ প্রচেষ্টায় এই জেলায় ২৮১ টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র কাজ করছে।

পূর্বের তরল গো-বীজের পরিবর্তে বর্তমানে হিমায়িত গো-বীজ দিয়ে প্রজননের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃত্রিম প্রজননের আরো বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে এই দপ্তর প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় 'প্রাণী উন্নয়ন স্বেচ্ছাসেবক' নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যারা স্ব-নিযুক্তি(প্রকল্পের আওতাভুক্ত(। প্রাথমিক ভাবে বর্তমানে যে সব গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কৃত্রিম প্রজননের কেন্দ্র নেই সেইসব গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অনতিবিলম্বে 'প্রাণী উন্নয়ন স্বেচ্ছাসেবক' নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে প্রতি পঞ্চায়েত এলাকায় একজন উক্ত(পদের কর্মী নিয়োগ করা হবে।

এই জেলার চাহিদা পূরণ করার জন্য বেলডাঙ্গাস্থিত কেন্দ্রীয় গো-বীজ সংগ্রহ কেন্দ্রটিকে হিমায়িত গো-বীজ উৎপাদন কেন্দ্রে পরিবর্তিত করা হয়েছে। এই কেন্দ্রে উন্নত জাতের ১৮টি ষাঁড় থেকে গো-বীজ সংগ্রহ করে 'ষ্ট্র' তৈরী করা হবে এবং ঐ 'ষ্ট্র' গুলিকে বিশেষ প্রক্রি(য়ায় তরল নাইট্রোজেনে অতি হিমায়িত করা হবে। কেন্দ্রটি তৈরীর কাজ সমাপ্ত প্রায় এবং অতি সত্ত্বর এটির কাজ শু(করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

(দ্র প্রাণী উন্নয়ন প্রকল্প ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা ছাগ পালনে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। জেলায় প্রায় ১৩ ল(ছাগল আছে। এই জেলার 'বাংলার কৃষ(কায় ছাগল' বিশেষ ভাবে খ্যাত। এই ছাগলের মাংস সুস্বাদু এবং এর চামড়ার চাহিদা বিদেশেও যথেষ্ট। জেলায় সরকারি ভাবে কোন ছাগ খামার নেই। তবে প্রতি বৎসর আর্থিক দিক থেকে দুর্বল, তপসিলী জাতি ও তপসিলী উপজাতিভুক্ত(পরিবারগুলির মধ্যে ৭৫% অনুদানে ছাগ পালন প্রকল্প দেওয়া হয়। এছাড়া পু(ষ ছাগলও ৭৫% অনুদানে বিতরণ করা হয়। বর্তমানে অনেক বেকার যুবক ছাগলের খামার স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। এই বিষয়ে যথাযথ প্রশি(ণের জন্য এই দপ্তর থেকে ইচ্ছুক খামারীদের কল্যাণীতে অবস্থিত 'রাজ্য মেষ খামারে' অনুষ্ঠিত প্রশি(ণ কর্মসূচীতে অংশ নেবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। নবগ্রাম ব্লকের আসানদীঘিতে একটি শূকর খামার স্থাপন করা হয়েছে। এখানে সাদা ইয়র্কশায়ার জাতীয় শূকর প্রতিপালন করা হচ্ছে। জেলাপরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের সহায়তায় কেন্দ্রীয় সরকারের শূকর পালন উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে গড়ে ওঠা এই খামার থেকে খামারীদের উন্নতজাতের শূকর সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বহরমপুরে অবস্থিত মুরগী সম্প্রসারণ কেন্দ্রে নিয়মিত মুরগীর বাচ্চা ফোটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভগবানগোলা ব্লকের দীঘায় মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের হাঁস পালন কেন্দ্রে নিয়মিত ভাবে খাঁকি ক্যাম্বেল হাঁসের বাচ্চা ফোটান হচ্ছে। এই বাচ্চা ব্লক প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন আধিকারিকগণের মাধ্যমে উৎসাহী প্রাণী পালকদের কাছে বিক্রি(র ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জেলার বাড়তি চাহিদা পূরণের জন্য ডোমকলে একটি মুরগী এবং হাঁস খামার গড়ে উঠেছে। এই খামারে নিয়মিত ভাবে বাচ্চা তোলার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া মাংসের জন্য মুরগী পালন এই জেলার শহরাঞ্চলে জনপ্রিয়। অনেক বেকার যুবক-যুবতী ব্রয়লার মুরগী পালনের মধ্য দিয়ে স্ব-নিযুক্তি(তে উৎসাহী হয়েছে।

হাঁস-মুরগী পালনকে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক করার জন্য যে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে তার ফলে কিছু দিনের মধ্যে গ্রামীণ অর্থনীতি কিছুটা উন্নত হবে বলে আশা করা যায়।

সারণী- ৭.

প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগ কৃত বিগত প্রাণী স্বাস্থ্য সুর(ার পরিসংখ্যান

বিষয়	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০
(১) নতুন পুরনো সহ মোট প্রাণীর সংখ্যা	**৩,১৯,৮৪০**	**৩,৯৬,৪০৩**	**৩,৯৫,৩১৩**	**৩,৫৫,২৪৩**	**৭,০২,৬৭০**
(২) নতুন চিকিৎসিত প্রাণীর সংখ্যা					
(ক) গ(ও মহিষ	১,৩৪,৬৫২	১,৮৯,৩৫১	২,১৭,৮৬৫	২,৭১,০০৭	২,৭৯,২৫৩
(খ) ছাগল ও ভেড়া	৮৬,৩১৭	১০০,৭১৩	১,২৫,১২৩	১,৫৪,৫১৫	১,৬৫,৩৪৯
(গ) মুরগী	৬৯,২৮১	৮০,৭৭৭	১,১৭,৬৪৪	১,৯৬,৩৩৬	২,২০,৩৩৯
(ঘ) হাঁস	২১,৬৩৫	১৮,৩৬৫	১৫,৯৩৮	২৭,৩৩৪	৩০,২৪১
(ঙ) শূকর	১২৭	৪৮	২০৪	২৫৮	৪১২
(চ) ঘোড়া	১,০২৬	১,৪৪৭	১,৪১৭	১,৪৫৯	৯১৫
(ছ) অন্যান্য	১,৪৯৬	১,০২৩	৩,৮৩৮	১,৩০০	২,৭৩৯
রোগসমূহ					
(ক) ক্যান্টাজিয়াস	৩১,৩৫৬	২৬,৯১৭	২২,৬৮২	৩৯,৭২৯	৩৭,৫২২
(খ) সার্জিক্যাল বলদী করণসহ	১৬,২৩১	৩৪,০৯৪	৩০,৮৫৯	৩৩,৮৪৬	৩০,৫৩৭
(গ) গাইনি	৩৩,৬৫১	৩০,৯৮২	৩৬,৯৩৮	৪১,৯৭৪	৪৬,৫১২
(ঘ) প্যারাসাইটিক (এন.জি/হাম শোর ছাড়া)	১,৫৩,৩২০	১,২১,৯৯৯	১,৪৯,৪৬৯	২,৪০,৩৯৩	২,৩৬,১৬৭
(ঙ) সিসটেমিক	২৬,০২১	১,১৯,৫৬৫	১,৫৮,৪৬৮	১,৯১,৬৮০	২,১৬,৯২২
(চ) র‍্যাবিস	৩৪৬	১,১৩৯	২৯০	২৮৭	৩১২
(ছ) হেমাচুরিয়া	৩,৬২২	২,৪৭৭	৩,৯৬১	২,৭৪৯	৩,৯২১
(জ) এন. জি	১,৪১২	১,৫২৪	৪,৬০৬	৪৭২	৪,৮৩৩
(ঝ) হামপ-শোর	৩,২২১	৫০১৯	৪,৬০৬	২,৭১৮	৪,৮৩৩
(এ() অন্যান্য	৪৫,৪৫৩	৪৮,০০৮	৭৪,৭৩৭	৯৮,৩৫৬	১,২২,৫২২
টীকাকরণ	৪,২৪,২২০	৩,৮৭,১৩৪	৬,১২,২৭৬	৭,৪১,১৮৮	৮,০৩,৯৩৪
(ক) গবাদি প্রাণী	৫২,২১৯	৪৬,৩৮১	৮৬,৮০৪	১,৩৬,০৪৪	২,২৫,৩২৮
(খ) মুরগী	২,৮৯,৩২৬	২,৫১,৬৪২	৪,০৫,৭৩৩	৪,৯৫,৩১২	৫,৯০,০২১

বিষয়	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০
(গ) হাঁস	৮২,৬৭৫	৮৯,০৯৬	১,১৯,৭৩৯	১,০৮,৭৫৭	১,২৪,৫৪৪
(ঘ) শূকর	-	৪৫	-	৮৫	-
কৃত্রিম প্রজননের সংখ্যা	৩০,৩৭৪	২৯,৮৬১	৩২,৩২৫	৩৩,১৯৫	৩৭,৬৩৭
(ক) তরল গো-বীজ দ্বারা	২০,৭৪৭	১৮,২১০	১৫,১৬০	১০,০০০	৩,৬৫৩
(খ) হিমায়িত গো-বীজ দ্বারা	৯,৬২৭	১১,৬৫১	১৭,১৬৫	২৩,১৯৫	৩৩,৯৮৪
প্রাণী স্বাস্থ্য শিবিরের সংখ্যা	৫২৬	৬৪৯	১,০৯৬	১,৮৫৫	২৭৮*
সঙ্কর বাচ্চা জন্মিয়েছে	-	-	১০,০৫৮	১০,৮০২	১০,১৭৭
বলদীকরণের সংখ্যা	৫৫৪	৪০৫	২৭২	২০৪	৩৭৫
গো খাদ্য, ঘাস, (মিনিকিট)	-	২৮০	৬৩৭ (প্যাকেট)	১,৪১০ (প্যাকেট)	১,৭৫০ (প্যাকেট)
পরিবার ভিত্তিক কর্মসূচি	-	-	১,৩০৩ (ইউনিট)	১,৩৪৪ (ইউনিট)	২,২৭৭ (ইউনিট)
'ষ্ট্র' এনরিচমেন্ট (ইউনিট)	-	-	৯ (ইউনিট)	৭২ (ইউনিট)	৮০ (ইউনিট)
যতজনকে প্রশি(ণ দেওয়া হয়েছে					
(ক)মুরগী সম্বন্ধীয়	-	-	৫৪২	৩১৪	২২৩
(খ)গো-পালন সম্বন্ধীয়	-	-	-	৫১	২৩৯

সূত্র ঃ উপ অধিকর্তা এবং পরিষদ আধিকারিক, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, মুর্শিদাবাদ, *গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক

সবুজ গোখাদ্য উন্নয়ন প্রকল্প ঃ উন্নত এবং অধিক দুধ উৎপাদন(ম সংকর জাতের গাভীর কাছ থেকে পর্যাপ্ত উৎপাদন পেতে হলে এদের উপযুক্ত(পরিমাণে উন্নত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন সুষম সবুজ গো-খাদ্য সরবরাহ করা একান্তভাবে দরকার। এই খাদ্য শরীরের বৃদ্ধি এবং গাভীকে সঠিক সময়ে প্রজনন(ম করতে স(ম। শুধুমাত্র খড় এবং দানা জাতীয় খাদ্য দিয়ে পর্যাপ্ত উৎপাদন পাওয়া যায় না। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের পরিকল্পনার আওতায় গো-পালকদের মধ্যে বিতরণের জন্য মরসুমী এবং বর্ষজীবি সবুজ গো-খাদ্যের বীজ এবং কাটিং বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করেন। সবুজ গো-খাদ্যের চাষে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ইচ্ছুক গো-পালকদের জমিতে সবুজ গো-খাদ্য প্রদর্শন ((ত্র তৈরীর জন্য বিনামূল্যে বীজ-সার এবং চাষের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ দেওয়া হয়।

এছাড়া এই দপ্তর কিষানবন এবং গ্রামবন প্রকল্পের নির্বাচিত খামারী এবং সংস্থাকে সবুজ গো-খাদ্য উৎপাদনের জন্য আর্থিক অনুদান বিতরণ করে। ধান বা গমের খড়ে খাদ্যগুণ নেই বললেই চলে। কিন্তু পর্যাপ্ত সবুজ গো-খাদ্য চাষের জমির অপ্রতুলতার কারণে সবুজ গো-খাদ্য চাষের উৎপাদন খুবই কম হয়, গো-পালকদের খড়ের উপর নির্ভর করতে হয়।

প্রতি বৎসর নির্বাচিত গো-পালকদের খড়ের পুষ্টিগুণ ইউরিয়া দ্বারা সমৃদ্ধ করার উপায় প্রশি(ণ দেওয়ার জন্য প্রতি ইউনিট পিছু ৫০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। জেলার চাহিদা পূরণের প্র্ে কিছুটা হলেও বেলডাঙ্গায় অবস্থিত রাজ্য সবুজ গো-খাদ্য উৎপাদন খামারে

জোয়ার-ভূট্টা-যই ইত্যাদি সবুজ গো-খাদ্যের বীজ এবং হাইব্রিড নেপিয়ার, প্যারা প্রভৃতি জাতের বর্ষজীবি ঘাসের কাণ্ড উৎপাদন ও গো-পালকদের নিকট স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

স্থানীয় ভাবে জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে যেখানে নিজস্ব চাষযোগ্য জমি আছে সেই সব জায়গায় হাইব্রিড নেপিয়ার চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সব কেন্দ্র থেকে খামারীদের বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে উত্ত(কাটিং গুলি সরবরাহ করা হয়।

ভাগীরথী দুগ্ধ সমবায় মহাসঙ্ঘ তার আওতাভুক্ত(প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতির সদস্য গো-পালকদের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রতি মরশুমে বীজ সরবরাহ করে থাকে। বর্তমানে জেলার চাহিদা পূরণের জন্য সবুজ গো-খাদ্যের বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির ল(্যে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচুর ফলের বাগান আছে। এই বাগানগুলির জমিতে সবুজ গো-খাদ্যের কিছু কিছু প্রজাতির ঘাস চাষ করা যেতে পারে। এর ফলে গো-খাদ্যের ঘাটতি কিছুটা পূরণ করা যেতে পারে। বাগিচা মালিকদের সবুজ গো-খাদ্য চাষে উৎসাহিত করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

প্রাণী স্বাস্থ্য সুর(া ঃ জেলায় প্রাণী সম্পদের স্বাস্থ্য সুর(ায় ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ৮টি রাজ্য প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১৭টি অতিরিক্ত(প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ১৯৭টি প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন সহায়ক কেন্দ্রের মাধ্যমে এবং ৪টি প্রাণী রোগ বী(ণাগাব- এর সহায়তায় জেলায় প্রাণী রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জেলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলে বৎসরে কমপ(ে দুটি করে প্রাণী স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত ক'রে ঐ অঞ্চলের গবাদি প্রাণী এবং হাঁস মুরগীর ব্যাপক টীকাকরণ, রোগ নির্ণয় এবং রোগের চিকিৎসা করা হয়।

গো-বসন্ত নির্মূলকরণ প্রকল্প ঃ গবাদি প্রাণীর একটি মারাত্মক রোগ এই রিণ্ডারপেস্ট বা গো-বসন্ত। এই রোগে পূর্বে প্রচুর গ(-মহিষ মারা যেত। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় 'রিন্ডার পেস্ট রোগ নির্মূল প্রকল্পে'র মাধ্যমে সারা রাজ্যের সাথে সাথে এই জেলায় ব্যাপক টীকাকরণ কর্মসূচীর মাধ্যমে এই রোগ নির্মূল করার কাজ শু(করা হয়। বর্তমানে এই রোগ নির্মূল হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই টীকাকরণ বন্ধ আছে। রোগের কোন সংত্র(মণ যাতে না হয় সেজন্য বিভিন্ন ভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। পাশাপাশি ব্যাপক নজরদারীর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এঁষো বা খুরাই রোগ নির্মূল প্রকল্প ঃ গবাদি প্রাণীর আরেকটি মারাত্মক সংত্র(ামক রোগ এঁষো বা খুরাই রোগ। এই রোগে যদিও গবাদি প্রাণীর মৃত্যুর হার অনেক কম, তথাপি রোগাত্র(ান্ত গ(-মহিষের দুধের উৎপাদন এবং কর্ম(মতা উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায়, সেই সঙ্গে গর্ভপাত বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নানাবিধ রোগ দেখা যায়। এই রোগ নির্মূল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় এফ.এম.ডি. বা এঁষো রোগের ব্যাপক টীকাকরণ কর্মসূচী প্রতি বৎসর নেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি গ(কে ভর্তুকি মূল্যে টীকাকরণের জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই টীকাকরণ কর্মসূচীর ফলে বর্তমানে এই রোগের সংত্র(মণ বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। আশা করা যায় গো-পালকদের সচেতনতায় এবং বিভাগীয় প্রয়াসে এই রোগ থেকে জেলাকে অনতিবিলম্বে মুক্ত(করা যাবে।

তড়কা,বজবজিয়া,গলাফোলা রোগের প্রতিষেধক টীকাকরণ ঃ ব্যাক্টেরিয়ার সংত্র(মণের ফলে সৃষ্ট রোগগুলির প্রতিরোধে সংত্র(মণ-প্রবণ এলাকাগুলিতে মরশুমী টীকাকরণের ব্যবস্থা করা হয়। এই টীকা বিনামূল্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করা হচ্ছে।

মুরগীর রাণী(েত রোগের প্রতিষেধক টীকাকরণ ঃ আমাদের রাজ্যে প্রচুর মুরগী রাণী(েত নামক মারাত্মক ভাইরাসের সংত্র(মণে মারা যায়। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক বিরূপ প্রভাব পড়ে। এই রোগের সংত্র(মণ থেকে র(া করার জন্য প্রতিটি প্রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং সহায়ক কেন্দ্রে সপ্তাহে এক বা দুটি নির্দিষ্ট দিনে এই টীকাকরণ বিনামূল্যে করা হয়ে থাকে।

হাঁসের প্লে-গ রোগ প্রতিরোধক টীকাকরণ ঃ মুরগীর রাণী(েত রোগের মত হাঁসের মারাত্মক ভাইরাস জনিত সংত্র(ামক রোগ হল এই প্লে-গ রোগ। ষাটের দশকে এই রোগের সংত্র(মণের ফলে এবং প্রতিষেধক টীকা না থাকার ফলে গ্রামবাংলায় হাঁস পালন ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কারের ফলে এবং প্রতিটি প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে প্লে-গ রোগের টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করার ফলে বর্তমানে হাঁসপালন একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

উপরিউক্ত(টীকাকরণ কর্মসূচী ছাড়াও শূকরের ভাইরাস জনিত জ্বরের প্রতিষেধক টীকার ব্যবস্থা প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে করা হয়েছে। এছাড়া বিশেষ বিশেষ (ে ত্রে ছাগলের বসন্ত রোগ (পি.পি.আর) প্রতিরোধক টীকাকরণও করা হচ্ছে।

প্রাণীপালনের আর একটি বিশেষ সমস্যা পরজীবী রোগ। এই পরজীবী প্রাণী যেমন কৃমি, নেমাটোড, টীক, মাইট ইত্যাদির সংত্র(মণের ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। অনেক সময় প্রাণী মারাও যায়। বিশেষভাবে কৃমির সংত্র(মণ থেকে বাছুরকে র(া করতে, সীমিত আর্থিক (মতার মধ্যেও এই বিভাগ যথাসম্ভব প্রতিটি প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সহায়ক কেন্দ্রে কৃমিনাশক ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে।

অন্যান্য জীবনদায়ী ওষুধ স্বল্প মাত্রায় হলেও প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতি বৎসর সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

জেলার প্রাণী চিকিৎসার আধুনিকীকরণের জন্য অতি সম্প্রতি

একটি 'এক্স'-রে' মেশিন বহরমপুরে অবস্থিত জেলা প্রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বসানো হয়েছে। এছাড়াও বহরমপুরে একটি ক্লিনিক নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। নির্মাণকাজ অনতিবিলম্বে শু(করা হবে। এই রকম একটি আধুনিক প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্র ডোমকলে স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রশি(ণ কর্মসূচীঃ প্রাণীপালনকে লাভজনক করতে প্রশি(ণ অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত(কর্মচারী এবং প্রাণী পালক উভয়েরই বর্তমান প্রযুক্তি(সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা থাকা আবশ্যিক।

প্রতি বৎসর আধুনিক প্রযুক্তি(সংক্র(ান্ত প্রশি(ণের জন্য জেলার কয়েকজন প্রাণী চিকিৎসককে বিভিন্ন সংস্থায় প্রশি(ণের জন্য প্রেরণ করা হয়। জেলার প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন সহায়কদের কৃত্রিম প্রজননের এবং প্রাণী রোগ সুর(ার আধুনিক প্রযুক্তি(ব্যবহারের প্রশি(ণ জেলার মধ্যে বিশেষজ্ঞ প্রাণী চিকিৎসক এবং প্রযুক্তি(বিদদের দিয়ে করানো হয়, যাতে তারা গ্রামে আধুনিক প্রযুক্তি(র সুফল ছড়িয়ে দিতে পারেন।

একইভাবে এই আধুনিক প্রযুক্তি(র সহায়তায় প্রাণীপালনকে আরো লাভজনক করার জন্য প্রাণীপালকদের নিয়মিত প্রশি(ণের ব্যবস্থা এই দপ্তর থেকে করা হয়েছে। বহরমপুরে অবস্থিত উপ-অধিকর্তার করণ সংলগ্ন প্রশি(ণ কেন্দ্রে প্রতিমাসে হাঁস-মুরগী পালন এবং গো-পালনের বিষয়ে বিনা ব্যয়ে প্রশি(ণ প্রদান করা হয়। প্রশি(ণান্তে শংসাপত্র প্রদান করা হয়। প্রশি(ণপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীদের স্বনিয়োজিত হওয়ার ল(্যে প্রকল্প রচনা করে ব্যবসা শু(করার জন্য ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। জেলার প্রাণীপালকগণের সুবিধার্থে একটি আবাসিক প্রশি(ণ কেন্দ্র ডোমকলে স্থাপন করা হচ্ছে।

বিশেষ বিশেষ (ত্রে ব্লক প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন আধিকারিক সং(ি-ষ্ট ব্লকে প্রাণী পালনের প্রশি(ণের ব্যবস্থা করেন। জেলা থেকে আগত প্রশি(কেরা ঐ সব প্রশি(ণ শিবিরে প্রাণী পালকগণদের প্রশি(ণ দেন।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সহায়তায় জেলা প্রাণীসম্পদ বিকাশের মাধ্যমে জেলার অর্থনীতি উন্নয়নে প্রাণী-সম্পদ বিকাশ বিভাগ সতত সচেষ্ট।

সারণী- ৭.৩

ব্লক ভিত্তিক বিভিন্ন প্রাণীর সংখ্যা

ব্লক	গ (	মহিষ	ছাগল	হাঁস/মুরগী
ফরাক্কা	১৯৮৮৬	১৫৮০	৩২২৫১	৪৩৫৭০
সামশেরগঞ্জ	১০৫৯৯	৮৩৫	৩০৩৪৩	৭৫৫২৯
সুতি-১	১৭৯৯৮	১১৯২	২০৭০৬	৬৬০৪০
সুতি-২	১৩৯৮২	৮৮৮	২৪৯১০	৫৭৪৯৮
রঘুনাথগঞ্জ-১	২৮৬১৩	২০৪০	২৮৫৭৬	৫৫৬২৭
রঘুনাথগঞ্জ-২	১২৩৬৯	৫৮১	২৪৩৯১	৫৭৪৮৫
সাগরদীঘি	৪৮১৮০	৫০৫০	৫৬০৭৬	১৬৭৪৭৭
লালগোলা	২৪১০৫	১৩৫০	৫২২৯২	১০৯৩৮৮
ভগবানগোলা-১	১০৯৮৪	১৯৮৩	৪৮৯৭২	১৩২৬৭৯
ভগবানগোলা-২	১৫৭০১	১৯০৬	৪৬৩৪০	১১৫০২৯
মুর্শি-জিয়াগঞ্জ	২৭২০৪	৪১৭৩	৪২৮৭২	৮৩৮৭৮
নবগ্রাম	৪৭৩৬৬	৩৪২১	৩২০৩৭	৪৬৯৮৮
খড়গ্রাম	৭১৪৮২	৪৩৫৬	৩৫০২১	১২৬৩১৭
বড়এ(া	১০৩২৪৬	৩৫৯৫	৩৯২২৩	৮৮৩২৪
কান্দী	৪৮৭৮৭	৫১৩৬	৪৭২১৬	১০৬৭৪৮
ভরতপুর-১	৪৪৭৮৬	৩৩৫৭	২৫৮৩৯	৪৭৫৮৫
ভরতপুর-২	২৫৪৯৯	৩৬৫২	১৬৫১৫	৫৯৯২৭
বেলডাঙ্গা-১	২৮৮৮৭	৩৩৩৯	৫২০৬৯	১৩৮৫১৯
বেলডাঙ্গা-২	৩৮১৮৬	৪৫৯০	৩৬৯৩০	৯১৩০১
নওদা	২৭৮৯২	৩৫৭৩	৭০৯৮৫	৮৮৯২৮
হরিহরপাড়া	৩১৭৩৫	৩২০৩	৫৭০৭৪	১০৯২১১
বহরমপুর	৫১৯৮৬	৫৭১৬	৫৫৭২৫	২৩২৬৮৪
রাণীনগর-১	২৭৫৪২	৪৯৩৫	৫০৭৪৮	১৫৩১৭৭
রাণীনগর-২	২৭৫১০	২৯৫৪	৪৪২০৮	১১১৫২৫
ডোমকল	৪৭৬৮৭	৬৪১০	৯৫৭৮৬	২২৭০১৬
জলঙ্গী	৩০৭৪৮	২৫৩৫	৬৪২৬৩	১৩৭২৮২

সূত্র ঃ ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যান্ড বুক, মুর্শিদাবাদ, ২০০১